আলোকিত বাংলাদেশ
রেজিঃ নং-ডিএ ৬১৯৮ ■ বর্ষ ৮ সংখ্যা ১২৭
২৭ পৌষ ১৪২৪ ■ ২২ রবিউস সানি ১৪৩৯ হিজরি
১০ জানুয়ারি ২০১৮
www.alokitobangladesh.com

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মঙ্গলবার আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান ● আলোকিত বাংলাদেশ

এইউএসটির দশম সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

উচ্চশিক্ষায় নতুন মাত্রা এনেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

● ইরফান এইচ সায়েম

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এর মধ্যে রয়েছে প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন, বিকল্প মাধ্যমের উদ্ভাবন, বিশ্বায়নের প্রতিফলন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিতকরণ, প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রমের সংস্কার ও নতুন কার্যক্রমের সূচনা। এসব বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট নিরসনপূর্বক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রাখছে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার প্রত্যাশিত মান নিশ্চিতকরণে ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার গুরুত্ব দিয়ে এ সেক্টর তদারকি করছে।

মঙ্গলবার বিকালে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (এইউএসটি) দশম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়।

হাজারো গ্র্যাজুয়েটের আনন্দ-উচ্ছ্বাস

সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করা ১ হাজার ৪৪০ শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে ১ হাজার ২৬১ এবং স্নাতকোত্তরে ১৮৫ শিক্ষার্থী রয়েছেন। সমাবর্তনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বর্ণপদক লাভ করেন বিশ্ববিদ্যালয়টির দুইজন কৃতী ছাত্রী। তারা হলেন সিএসই বিভাগের (স্প্রিং-২০১৬) ছাত্রী অনিকা সায়েরা এবং একই বিভাগের (ফল-২০১৬) ছাত্রী মেহজাবীন ইমু। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ সেশনে তারা সর্বোচ্চ সিজিপিএ লাভ করায় এ পদক লাভ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেওয়া শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য, যা অর্জনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। আদর্শ জাতি গঠনে নৈতিক শিক্ষা খুবই জরুরি। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ এবং সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে গবেষণার

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

উচ্চশিক্ষায় নতুন

● ১ম পৃষ্ঠার পর

মাধ্যমে নতুন তথ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, যা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সহায়তা করবে।

নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য– আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করা। প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়। বর্তমান যুগের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষা ও জ্ঞান প্রযুক্তিতে দক্ষ, নৈতিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এক পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলবে এবং ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

তিনি বলেন, আমরা সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তারা সবাই আমাদের সন্তান এবং জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের সবার জন্যই আমরা মানসম্মত শিক্ষা এবং সব সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই। কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তাদের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এভাবে তারা বেশিদিন চলতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, আমরা জানি বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী এবং দৃঢ়। ২০২১ সালের মধ্যে অর্থাৎ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর আগেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হব। ২০৪১ সালে আমরা উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব সমাজে স্থান করে নিতে চাই। দারিদ্র্য দূরীকরণ এখনও আমাদের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য দূরীকরণে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ততদিন দেশ উন্নত হবে না, যতদিন পর্যন্ত দেশ পরিচালনার জন্য, দেশের অর্থনীতির হাল ধরার জন্য, পর্যাপ্ত সংখ্যক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ উচ্চশিক্ষিত নাগরিক আমরা সৃষ্টি করতে না পারি। আমি নবীন স্নাতকদের আহ্বান জানাব দেশের জন্য, দশের জন্য, নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে, ভালো মানুষ হয়ে এ বিশ্বসভায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে।

সমাবর্তনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্পসময়ের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অবদানের জন্য প্রশংসা অর্জন করেছে। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়টি তার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে এবং দেশের অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রোল মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

সমাবর্তনে অংশ নেওয়াদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আজকের দিনটি তোমাদের জন্য এক তাৎপর্যপূর্ণ দিন। আজ থেকে তোমাদের কর্মজীবনে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হবে। এটা একটা মাইলফলক। সবাইকে অভিনন্দন জানাই। তোমরা তোমাদের মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, দেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৪৭ শতাংশ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কর্মমুখী না হওয়ায় উচ্চ ডিগ্রি পাওয়ার পরও অনেকে বেকার রয়ে যাচ্ছেন। অথচ প্রায় ছয় লাখ বিদেশি কাজ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের ভিত শক্ত বলেই তারা জীবনের কোনো পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সব সময় কড়া নজরদারি রাখতেন বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সমাবর্তনে অংশ নেওয়াদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আপনারা নতুনের অভিযাত্রী। সেই কাঙ্ক্ষিত জীবনকে গড়ে তুলতে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। জীবনচলার পথে বাধাবিপত্তি আসবেই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যে শিক্ষা ও জ্ঞান আপনারা এখানে লাভ করেছেন তা দিয়ে সব বাধা ডিঙিয়ে যাওয়ার শক্তি ও সামর্থ্য আপনারা অর্জন করেছেন। আপনাদের আগামী দিন সুন্দর হোক, সার্থক হোক– এ কামনা করি। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও এক্সিকিউটিভ ভিসি ড. মোহাম্মদ এ করিম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. এএমএম সফিউল্লা। এ সময় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলমসহ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, শিক্ষক-কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে সমাবর্তনে অংশ নিতে মঙ্গলবার দুপুর থেকে কালো গাউন পরিধান করে এবং মাথায় কালো টুপি দিয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আসতে শুরু করেন অংশগ্রহণকারীরা। অনেকেই সঙ্গে নিয়ে আসেন তাদের অভিভাবকদের। তাদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে সমাবর্তনস্থল। এ সময় ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে ভরে উঠছিল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ও তার আশপাশ এলাকা। বিভিন্ন স্পটে ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। একক, দ্বৈত ও গ্রুপসহ বিভিন্ন ধরনের ভঙ্গিতে ছবি তোলা শুরু হয়। এ যেন ছবি তোলার এক প্রতিযোগিতা। এদিন শিক্ষাজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা হবে ডিগ্রি। তাই শিক্ষার্থীদের মাঝে এত আয়োজন। আনন্দ-উল্লাসে ছবি তোলা, বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা, হইচই ও কোলাহলে মেতে থাকেন সবাই।

প্রসঙ্গত, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার নামে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থায়ী ক্যাম্পাসসহ সব শর্ত পূরণ করে এরই মধ্যে দেশের প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্থায়ী সদনপ্রাপ্তির গৌরব অর্জন করেছে। ২০০৮ সালে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে এর স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক সর্বপ্রথম এটি দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে স্থাপত্য ও প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও কলা এবং ব্যবসা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা অনুষদের অধীনে রয়েছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়।

নয়া দিগন্ত
বুধবার
ঢাকা, ২৭ পৌষ ১৪২৪
২২ রবিউস সানি ১৪৩৯
১০ জানুয়ারি ২০১৮
www.dailynayadiganta.com

আহ্ছানউল্লাহ ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

শর্ত পূরণে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, যে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সফল হতে পারেনি, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পরিবেশ ও নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যারা মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চান, যারা নিজস্ব ক্যাম্পাসে এখনো যাননি, যারা একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান পরিচালনা করছেন তাদের বিরুদ্ধে চাপ অব্যাহত রেখেও সঠিক ধারায় আনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া তারা আর কোনো পথ খোলা নেই।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আহ্ছানউল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ১০ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি মো: আবদুল হামিদের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

ব্যবসা ও মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণ, সেবার মনোভাব ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাই তারা যেন আমাদের দেশের বাস্তবতা এবং জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও টিউশন ফিসহ সকল প্রকার ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষাদানের মাধ্যমে আমাদের মানবসম্পদকে সমৃদ্ধ করতে হবে। বিশ্বায়নের এই যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে এটি অপরিহার্য।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম এবং ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এ এম এম শফিউল্লাহ বক্তব্য রাখেন। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও এক্সিকিউটিভ ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ এ করিম। শিক্ষামন্ত্রী নতুন গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রি প্রদান এবং দুইজন কৃতী শিক্ষার্থীকে খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ পদক প্রদান করেন।

সমকাল
বুধবার
১০ জানুয়ারি ২০১৮ ২৭ পৌষ ১৪২৪

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

শর্ত পূরণে ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সব শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয় এখনও ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। এভাবে তারা বেশিদিন চলতে পারবে না।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বেসরকারি আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তনে সভাপতির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সফল হতে পারেনি, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পরিবেশ ও নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যারা মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে চলতে চায়, নিজস্ব ক্যাম্পাসে এখনও যায়নি, যারা একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান পরিচালনা করছে, তাদের বিরুদ্ধে অব্যাহত চাপ রেখেও সঠিক ধারায় আনা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া কোনো পথ নেই। তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে ব্যবসা ও মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণে, সেবার মনোভাব ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকার উচ্চশিক্ষার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অনেক সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে এবং এগুলোর গুণগত মান ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, নারী শিক্ষায় আমাদের অর্জন সারাবিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও এক্সিকিউটিভ ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ এ করিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। এ ছাড়া বক্তব্য দেন আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম এবং উপাচার্য প্রফেসর ড. এএমএম শফিউল্লাহ। সমাবর্তনে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিক ও অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা, ১০ জানুয়ারি ২০১৮, ২৭ পৌষ ১৪২৪, ২২ রবিউস সানি ১৪৩৯ বুধবার রেজি. নং ডিএ ১৮৮০, বর্ষ ২০, সংখ্যা ৬৭, দাম ১০ টাকা
প্রথম আলো

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চার আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর

আহ্ছানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানচর্চা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতির বক্তৃতায় শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন।

সমাবর্তনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা ১ হাজার ৪৪০ জন শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি দেওয়া হয়। এর মধ্যে দুজন কৃতী শিক্ষার্থীকে খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন সিএসই বিভাগের অনিকা সায়েরা ও মেহজাবীন ইমু।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক শিক্ষাদানের মাধ্যমে মানবসম্পদকে সমৃদ্ধ করতে হবে। বিশ্বায়নের এই যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে এটি অপরিহার্য। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে প্রস্তুত করা। কিন্তু প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষায় তা সম্ভব নয়।'

এবার সমাবর্তন বক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট ও নির্বাহী উপাচার্য মোহাম্মদ এ করিম। সমাবর্তনে আরও বক্তৃতা করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম, উপাচার্য এ এম এম সফিউল্লা প্রমুখ। পরে শিক্ষামন্ত্রী নতুন গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রি প্রদান করেন। বিজ্ঞপ্তি

আহ্ছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গতকাল এক কৃতী ছাত্রীকে পদক পরিয়ে দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ● ছবি : সংগৃহীত